যুগান্তর

তারিখ ... 31-DEC-2013 ...
পৃঃ ... ২০ ... কলাম ... ৩ ...

ফল বিশ্লেষণ

ইংরেজি ও গণিতে দুর্বলতা : গ্রামের চিত্র ভালো নয়

মুশতাক আহমদ

এবারের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল প্রমাণ করেছে— শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিক্ষা প্রশাসনের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কঠোর মনিটরিংই পারে পাসের হার ও শিক্ষার মানের সার্বিক উন্নয়ন ঘটাতে। স্থানীয় সরকার বিভাগের নজরদারিও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যার কারণে পাসের হার প্রায় শতভাগ ছুঁই ছুঁই করছে।

তবে এতকিছুর পরও গ্রামের চিত্র ভালো নয়। সারা দেশে শিক্ষার মানের সুষম উন্নয়নও ঘটেনি। ফলাফল বিশ্লেষণে এটাও দেখা গেছে, ইংরেজি আর গণিতে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা তুলনামূলক বেশি। ২০০৯ সালে প্রথমবারের মতো দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নেয়া হয়। পরের বছর তা প্রবর্তন করা হয় মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তর বা ইবতেদায়িতে। ওই বছর প্রাথমিকে পাসের হার ছিল ৮৮.৮৪ ভাগ— যা পঞ্চম বছরে ৯৮.৫৮ ভাগে পৌঁছে। আবার ২০১০ সালে ইবতেদায়িতে পাসের হার ছিল ৭৫.২৬ ভাগ। চার বছরের মাথায় এ হার পৌঁছে ৯৫.৮০ ভাগে। পাসের হারের এ ধারাবাহিক উন্নতিতে এবার সামান্য হলেও কালিমা লেপন করেছে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা। কঠিন বিষয় বলে বিবেচিত গণিত ও ইংরেজিসহ তিনটি বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পরীক্ষার দিন সকালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ওই ঘটনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

নয় : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৩

নয় : চিত্র ভালো

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্তে প্রমাণও মেলে।

সমাপনী পরীক্ষা প্রবর্তনের শুরুতেই তা শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক এমনকি স্কুল পরিচালনা কমিটির (এসএমসি) সদস্যদের মধ্যে পর্যন্ত ইতিবাচক সাড়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। শিক্ষার্থী নিজেকে সেরা, অভিভাবক গর্বের অংশিদার এবং শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যরা প্রেস্টিজ ইস্যু হিসেবে নেন বিষয়টি। এর বাইরে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়েও এ নিয়ে এক ধরনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, এই পাঁচ পক্ষের সফল সমন্বয়ের ফল মিলেছে এবার।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক শ্যামলকান্তি ঘোষ বলেন, পাসের হার বৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে সম্মিলিত টিম স্পিরিট। মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে বিদ্যালয় পর্যন্ত দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষা প্রশাসক, এসএমসি সদস্য এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি রয়েছেন। এদের মধ্যে শিক্ষকরা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি দায়িত্বশীল। আর শিক্ষাবিদ নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, পরীক্ষার সনদ দেয়ার কারণে একটা প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। তাই অভিভাবকরা দৌড়াদৌড়ি করেন সন্তানের জন্য। তারা অনেক আন্তরিক এখন।

ভোলার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শফিউল আলম বলেন, এসএসসি ও এইচএসসিসহ দেশের অন্যান্য পাবলিক পরীক্ষায় দেখা যায়, সাধারণত ইংরেজি এবং গণিতই পাসের হার ও পাস-ফেলের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। সেই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে তারা এই দু'টো বিষয়ে ব্যাপক জোর দিয়েছেন।

গ্রামের চিত্র ভালো নয় : পাসের হার, জিপিএ-৫ প্রাপ্তিসহ কয়েকটি মানদণ্ডের বিচারে জাতীয় এবং বিভাগওয়ারি সেরা বিদ্যালয়ের তালিকা প্রণয়ন করে সরকার। জাতীয়ভাবে ২০টি বিদ্যালয়কে সেরা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরমধ্যে ১৫টিই ঢাকার। কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রংপুরে বাকি বিদ্যালয়গুলো রয়েছে। এই বিশটিই শহরে অবস্থিত। এর বাইরে ৭টি বিভাগে যে ৭০টি বিদ্যালয় নির্বাচিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে হাতেগোনা যে ক'টি রয়েছে তাও সর্বনিম্ন উপজেলা সদরে অবস্থিত। এর থেকে প্রতীয়মান হয়, পাস আর শিক্ষার মানের ব্যাপারে গ্রামের চিত্র ভালো নয়।

ঝরে গেল ২১৫৬২৩ : এবারের পরীক্ষায় প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি স্তর মিলিয়ে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২৯ লাখ ৬১ হাজার ২৩৭ জন। এরমধ্যে ২৭ লাখ ৪৫ হাজার ৬১৪ জন উত্তীর্ণ হয়। সে হিসাবে এক বছরেই ঝরে গেল ২ লাখ ১৫ হাজার ৬২৩ জন।